তারিখ ... 9 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... ২ ...

সমকাল

রাজশাহী বিভাগে ঝরে পড়ছে লাখো শিক্ষার্থী

আনু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে বছর বছর ঝরে পড়ছে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। এ বিভাগের আট জেলায় তিন বছরে প্রাথমিক স্তর পেরোলেও জেএসসি পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়েছে ২ লাখ ২২ হাজার ৯৬০ জন শিক্ষার্থী। রাজশাহী বিভাগে ছয় বছরে স্কুলে ভর্তি হলেও ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর শেষ করার আগেই ঝরে পড়েছে। একইভাবে জেএসসি উত্তীর্ণ হলেও মাধ্যমিকে পৌঁছানোর আগেই গত পাঁচ বছরে ঝরে পড়েছে ৭৮ হাজার ৭২১ জন শিক্ষার্থী। একই সময়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২৫ হাজার ৭৮২ জন শিক্ষার্থী কলেজ স্তরে যায়নি। রাজশাহী বিভাগে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বছর বছর শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ২২ শতাংশ— যা, অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বেশি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের তথ্য পরিসংখ্যান থেকে এর প্রমাণ মিলেছে।

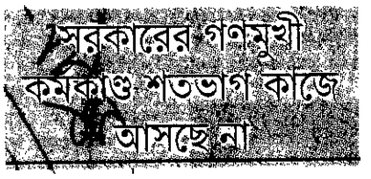

শিক্ষা গবেষক ও পর্যবেক্ষকরা বলছেন, রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে দারিদ্র্যতার হার বেশি। অনেক জেলায় চরাঞ্চল আছে। চরাঞ্চলের শিশুরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে না পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। স্কুলগুলোতে অবকাঠামোর অভাব ছাড়াও শিক্ষক সংকট তীব্র। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতাও ঝরে পড়ার বড় কারণ বলে মনে করেন তারা।

পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বছর বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়ছে বলে মনে করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খালেদউজ্জামান। তিনি বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়া শিখলেই বেকারত্ব দূর হবে এমনটিও নিশ্চিত নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে ঝরে পড়া। অক্ষরজ্ঞান শিখেই জীবিকার সন্ধানে চলে যাচ্ছে বিপুল শিক্ষার্থী। কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে এটা হতো না।

২০১১ সালে রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে নিবন্ধন করেছিল ২ লাখ ৮৮ হাজার ৮২৮ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয়নি ১৪ হাজার ২৮ জন। ওই বছর ২ লাখ ৬৮ হাজার ২৭৯ জন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে। ২০১১ সালে যারা পাস করেছিল পরবর্তী তিন স্তরে তাদের মধ্যে ঝরে পড়ে ৬৭ হাজার ৭৬৬ জন। শিক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, যারা ২০১১ সালে উত্তীর্ণ হয়েছিল তারাই ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ২০১১ সালে প্রাথমিকে ২ লাখ ৮৮ হাজার ৮২৮ জন উত্তীর্ণ হলেও ২০১৪ সালের জেএসসিতে অংশ নেয় ২ লাখ ৫১৩ জন। এর মধ্যে জেএসসিতে উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৯১ হাজার ১৩০ জন। ২০১৪ সালে জেএসসি উত্তীর্ণ ব্যাচটির ১ লাখ ৬৭ হাজার ৩৩২ জন ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ২০১৪ সালে জেএসসি উত্তীর্ণ ব্যাচটির ২৩ হাজার ৭৯৮ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে এসএসসিতে পৌঁছানোর আগেই।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের হিসাবে, ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ছয় বছরে রাজশাহী বিভাগে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ছিল ১৯ লাখ ৫৬ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১৮ লাখ ৪৪ হাজার ৫৫৯ জন। ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষা শাখার হিসাব মতে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ পর্যন্ত তিনটি জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৬ লাখ ৫১ হাজার ১৫৯ শিক্ষার্থী। তবে পরে মাধ্যমিক পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়েছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। এভাবে বছর বছর সব স্তরেই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরের তথ্য পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজশাহীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বিদ্যালয় পরিদর্শক লুৎফর রহমান শিক্ষার্থী ঝরে পড়া নিয়ে বলেন, জেএসসি ও এসএসসি ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

রাজশাহী বিভাগে ঝরে পড়ছে লাখো

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা পাসের পর শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ কারিগরি শিক্ষায় যায়। এছাড়া কেউ কেউ প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। তবে এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই তাদের কাছে। তবে এ শিক্ষা কর্মকর্তা স্বীকার করেন সরকারের নানা উদ্যোগের পরও কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ার হার প্রত্যাশিত নয়। বিশেষ করে গ্রামের শিক্ষার্থীরা জেএসসি পাসের পর অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ছে। মেয়েদের বিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব কারণে ঝরে পড়া বন্ধ হচ্ছে না।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক তরুণ কুমার সরকার বলেন, ফলাফল ভালো করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে বোর্ডের পক্ষ থেকে নিয়মিত চাপ দেয়া হচ্ছে। বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর এসব কারণেই দিন দিন ঝরে পড়া কমছে।

রাজশাহীর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিভাগীয় পরিচালক আবুল খায়ের বলেন, দারিদ্র্য এবং বাল্যবিবাহের কারণে প্রধানত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। বর্তমানে রাজশাহী অঞ্চলে ঝরে পড়ার হার ২০ শতাংশের কাছাকাছি। তিনি আরও বলেন, ঝরে পড়া রোধে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, শতভাগ উপবৃত্তি এবং মিড ডে মিল চালু হয়েছে। দুস্থ ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণও দেয়া হচ্ছে। অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।